



## 89763 - আল-জাওয়াদ আল্লাহ্ তাআলার একটি নাম

### প্রশ্ন

আল-জাওয়াদ কি আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত? আমরা কি এই নামের মাধ্যমে নাম রাখতে পারি; যমেন নাম রাখলাম “আব্দুল জাওয়াদ”? যদি এটি আল্লাহ্‌র নাম না হয় তাহলে এটি কি আল্লাহ্‌র সফাত (গুণ)? এর মাধ্যমে কি নাম রাখা যাবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

‘আল-জাওয়াদ’ আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহের একটি নাম। এর সপক্ষে সুন্নাহর দলিল রয়েছে। ইমাম বাইহাক্বী তাঁর ‘শুআবুল ঈমান’ গ্রন্থে এবং আবু নুআইম তাঁর ‘হলিয়া’ নামক গ্রন্থে তালহা বনি উবাইদুল্লাহ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হাদিস সংকলন করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা জাওয়াদ (বদান্য) এবং তিনি বদান্যতাকে পছন্দ করেন। তিনি উন্নত আখলাককে পছন্দ করেন এবং তিনি নীচু চরিত্রকে অপছন্দ করেন।”[আলবানী সহিহুল জামে গ্রন্থে (১৭৪৪) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) তাঁর ‘আন-নুয়যা’ নামক পদ্যতে বলেন:

তিনি হচ্ছেনে আল-জাওয়াদ (বদান্য) যার বদান্যতা অনুগ্রহ ও অনুকম্পার মাধ্যমে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

তিনিহি হচ্ছেনে আল-জাওয়াদ। তাই তিনি কোন কছির প্রার্থনাকারীকে বফিলে ফরিয়ি়ে দনে না। এমনকি সে যদি কাফরে শ্রণীর লোক হয় তবুও।

শাইখ আ-সাদী (রহঃ) তাঁর তাফসিরে (৫/২৯৯) বলেন: ‘আর-রহমান, আর-রাহীম, আল-বারুরুল কারীম, আল-জাওয়াদুর রাউফ’ এই নামগুলোর অর্থ কাছাকাছি। এগুলো নরিদশে করে যে, রব্ব রহমত, পূর্ণতা, বদান্যতা ও উদারতার গুণে বশেষ্টমণ্ডতি এবং প্রমাণ করে, তাঁর রহমত গুণে যা তাঁর হকেমত বা প্রজ্ঞার দাবী অনুযায়ী সকল অস্বত্বিশীলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তিনি মুমনিদেরকে এর বড় ও পরিপূর্ণ অংশ প্রদান করেছেন।[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:



আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে সাব্যস্ত হয়েছে: “আল-জামলি, আল-জাওয়াদ, আল-হাকীম, আল-হাইয়্য” ইত্যাদি।[আল-কাওয়াদিুল মুছলা থেকে সমাপ্ত]

দখুন: শাইখ আলাওয়ি বিনি আব্দুল ক্বাদরে আস-সাক্বাফ কর্তৃক লিখিত “সফিতুল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্ল আল-ওয়ারদি ফলি কতিব ওয়াস সুন্নাহ।

উপরোক্ত আলোচনার প্রক্ষেপিত ‘আব্দুল জাওয়াদ’ নাম রাখা জায়যে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।